

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে, কতো সময় আমি বাবার স্মরণে থাকি, দেহী অভিমানী স্থিতি কতো সময় থাকে ?"

*প্রশ্নঃ - ভাগ্যবান বাচ্চারা বাবার কোন্ নির্দেশ পালন করে ?

*উত্তরঃ - বাবার নির্দেশ হলো - মিষ্টি বাচ্চারা, আত্ম - অভিমানী ভব । তোমরা সব আত্মারা হলে পুরুষ, নারী নয় । তোমাদের আত্মার মধ্যেই সমস্ত পাঁচ ভরা রয়েছে । এখন এই পরিশ্রম বা অভ্যাস করো যে, আমরা কিভাবে দেহী - অভিমানী থাকতে পারি । এ হলো উচ্চ লক্ষ্য ।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা বৃষী বাচ্চারা গান শুনছে । আত্মা বৃষী বাচ্চারা অর্থাৎ জীবের আত্মারা বলেছে যে, আমরা নতুন দুনিয়ার ভাগ্য অর্থাৎ স্বর্গের ভাগ্য বানানোর জন্ম বাবার কাছে বসেছি । বাচ্চাদের এখন বুহানী অভিমানী বা আত্ম - অভিমানী হতে হবে । এতেই অনেক পরিশ্রম । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো, আর এমন মনে করো যে - আমি আত্মা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছি । কখনো ব্যারিস্টার, কখনো অশ্ব কোনো কিছু হয়েছে । আত্মা হলো পুরুষ, সবাই ভাই - ভাই, নাকি বোন । আত্মা বলে, এ আমার শরীর, সেই হিসাবে আত্মা পুরুষ, আর এই শরীর নারী হয়ে গেলো । তোমাদের সব বিষয়কে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । বাবা আমাদের বিশাল এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধির তৈরী করেন । তোমরা এখন জানো যে - আমি আত্মা ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করেছি । সংস্কার ভালো বা মন্দ, তা আত্মার মধ্যেই থাকে । সেই সংস্কার অনুসারে শরীরও তেমন প্রাপ্ত হয় । সমস্তকিছুই আত্মার উপর নির্ভর করে । এ অনেক পরিশ্রম । জন্ম - জন্মান্তর ধরে লৌকিক বাবাকে স্মরণ করেছো, এখন তোমাদের পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । আমি আত্মা এই শরীর ধারণ করি । এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা পড়ান । এ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যা আধ্যাত্মিক পিতা প্রদান করেন । প্রথম মুখ্য কথা হলো, আত্মাদের দেহী - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে । দেহী অভিমানী হয়ে থাকা, এ খুব উঁচু লক্ষ্য । জ্ঞান উচ্চ নয় । জ্ঞানে কোনো পরিশ্রম নেই । সৃষ্টিচক্রকে জানা - এ হলো হিন্দুর - জিওগ্রাফি । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন বাবা, তারপর সূক্ষ্মবতনে দেবতারা । এই পৃথিবীর হিন্দুর - জিওগ্রাফি তো মনুষ্য সৃষ্টিতেই হয় । মূলবতন, সূক্ষ্মবতনে কোনো হিন্দুর - জিওগ্রাফি নেই । সে হলো শান্তিধাম । সত্যযুগ হলো সুখধাম । আর কলিযুগ হলো দুঃখধাম । এখানে রাবণ রাজ্যতে কেউই শান্তি পেতে পারে না । বাচ্চারা, এখন তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো যে - আমরা আত্মারা শান্তিধামেরই অধিবাসী । এই অর্ঘ্যাস হলো কর্ম করার জন্ম । সে কর্ম কবুক বা না কবুক । আমরা হলাম আত্মা । আমাদের স্বর্ধম হলো শান্ত । আমরা তো কর্মযোগী, তাই না । কর্মও অবশ্যই করতে হবে । কর্ম - সন্ধ্যাসী কখনোই হতে পারবে না । এও এই সন্ধ্যাসীদের পাঁচ । ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়, নিজেরা খাবার তৈরী করে না, গৃহস্থীদের থেকে ভিক্ষা করে, সেও তো সেই গৃহস্থীদের কাছেই খায়, তাই না । ঘরবাড়ি ছেড়ে দেয় কিন্তু কর্ম তো তবুও করে । কর্ম সন্ধ্যাস তো হয় না । কর্ম সন্ধ্যাস তখন হয় যখন আত্মা শান্তিধামে থাকে । ওখানে কর্মেশ্বরই নেই তাহলে কর্ম কিভাবে করবে, একেই কর্মকেষ্ট্র বলা হয় । কর্মকেষ্ট্রে সবাইকে আসতে হয় । ও হলো শান্তিধাম বা মূলবতন । এমন নয় যে, বরহ্মতে আত্মাকে লীন হতে হবে । আত্মারা শান্তিধামে থাকে, তারপর এখানে কর্মকেষ্ট্রে অভিনয় করতে আসে । এই হলো সম্পূর্ণ কথা । সংক্ষেপে তো বলা হয়, নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো, আর বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । একেই ভারতের প্রাচীন যোগ বলা হয় । বাস্তবে একে যোগও নয়, স্মরণ বলা উচিত, এতেই পরিশ্রম । যোগী খুবই কম হয় । যোগের শিক্ষা প্রথমে চাই, তারপর জ্ঞান । প্রথমেই হলো বাবাকে স্মরণ ।

বাবা বলেন যে, তোমরা দেহী অভিমানী হও, এ হলো আধ্যাত্মিক স্মরণের যাত্রা । জ্ঞানের যাত্রা নয়, এতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে । কেউ কেউ তো নিজেদের বি.কে বলে পরিচয় দেয় কিন্তু বাবাকে স্মরণ করে না । বাচ্চারা, বাবা এসে বরহ্মার দ্বারা তোমাদের দেহী অভিমানী করেন । ইনি দেহবোধে ছিলেন । এখন দেহী অভিমানী হওয়ার পুরুষাথ চলছে । বরহ্মা কোনো ভগবান নন । এখানে তো সব মনুষ্য মাত্রই পতিত । পবিত্র - শ্রেষ্ঠাচারী একজনও নেই । আত্মাদেরই বলা হয় পুণ্য আত্মা - পাপ আত্মা । মানুষও বলে থাকে - আমার আত্মাকে বিরক্ত করো না, কিন্তু তারা বুঝতেই পারে না যে, আমি কে ? জিজ্ঞাস করা হয় - হে জীবের আত্মা, তোমরা কি কাজ করো ? তখন বলবে, আমি আত্মা এই শরীরের দ্বারা অমুক কাজ করি । তাই সর্বপ্রথমে এইকথা নিশ্চিত করে বাবাকে স্মরণ করো । এই আত্মিক জ্ঞান বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না । বাবা এসে দেহী অভিমানী তৈরী করেন । এমন নয় যে, জ্ঞানে যদি কেউ তীক্ষ্ণ হয়, সেই দেহী অভিমানী হয়ে গেছে । যে দেহী অভিমানী হয়, সে খুব ভালোভাবে জ্ঞানকে ধারণ করে । বাকি তো অনেকেই আছেন, যারা জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করতে ভুলেযায় । প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতে জিনের মতো হতে হবে । জিনের কাহিনী তো আছে । বাবাও এই কাজ দেন - আমাকে স্মরণ করো, নাহলে মায়া তোমাদের খেয়ে ফেলবে । মায়া হলো জিন । বাবাকে যত স্মরণ করবে, ততই বিকর্ম বিনাশ হবে, আর তোমাদের খুব আর্কষণ হবে । মায়া তোমাদের উল্টো বুঝিয়ে অনেক

ঝড় আনবে । বুদ্ধিতে যেন এই কথা স্মরণে থাকে যে, আমি আত্মা বাবার সন্তান । বয়স, এই খুশীতে থাকতে হবে ।

দেহবোধে এলে মায়া থাপ্পড় মারে । হাতমতাইয়ের খেলাও দেখায় । মুখে চুঘিকাঠি ঢুকলেই হারিয়ে যায় । তোমাদেরও মায়া বিরক্ত করবে না, যদি তোমরা বাবার স্মরণে থাকো, তবেই । এতেই যুদ্ধ চলতে থাকে । তোমরা স্মরণের পুরুষাথ করতে থাকো, কিন্তু মায়া এমন নাক পাকড়ে ধরে যে স্মরণ করতেই দেয় না, তোমরা বিরক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে । এতো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলবে । বাকি এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি তো খুবই সাধারণ । তোমাদের প্রতি মুহূর্তে বলা হয় যে, সবসময় মনে করো যে, এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন আমরা বাবার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি । এই স্মরণ রাখাই কঠিন । বাকি কাউকে বোঝানো কোনো কঠিন কিছু নয় । এমন তো নয় যে, আমরা খুব ভালো বোঝাই । তা নয়, প্রথম কথাই হলো স্মরণের । প্রদর্শনীতে অনেকেই আসে । প্রথম - প্রথম এই পাঠ শেখাতে হবে যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এই শিক্ষাই প্রথম দিতে হবে । ভারতের প্রাচীন যোগ কেউই শেখাতে পারে না, অসম্ভব । সৎযুগ তো হলোই পবিত্র, ওখানে তো সবাই প্রালবধ ভোগ করে । ওখানে জ্ঞান - অজ্ঞানের কোনো কথাই নেই । ভক্তিমার্গেই মানুষ বাবাকে ডাকে যে, তুমি এসে আমাদের দুঃখ হরণ করো আর সুখ প্রদান করো । সৎযুগ আর তেরতাতে কোনো গুরু - গোঁসাই থাকে না । ওখানে তো মনুষ্য সদগতিতে থাকে । তোমরা এই সদগতির উত্তরাধিকার ২১ জন্মের জন্ম পেতে পারো । ২১ কুল -- বলা হয়, বরহমাকুমারীরাই ২১ কুলের উদ্ভার করে । ভারতেই এই মহিমা করা হয় । ভারতেই তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার লাভ করো । ওখানে তোমরা একই দেবী - দেবতা ধর্মের থাকো, অন্য কোনো ধর্ম ওখানে থাকে না । বাবা এসে তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানান । পবিত্র হওয়া ছাড়া আমরা কিভাবে ফিরে যেতে পারি ? এখানে তো সবাই বিকারী এবং পতিত । যে ধর্ম স্থাপনা আছেন, তারা তাদের ধর্মের পালনা করেন, তখন তাদের ধর্মের বৃষ্টি হতে থাকে । কেউই ফিরে যেতে পারে না । একজন অভিনেতাও ফিরে যেতে পারে না । সবাইকে সতোপ্রধান, সতো, রজো এবং তমোতে আসতেই হবে । বরহমার জন্মও বলা হয় যে, বরহমার দিন এবং বরহমার রাত । তাহলে কি সৃষ্টিতে একা বরহমাই থাকবেন ? তোমরা এখন বরাহমণ কুলের তৈরী হচ্ছে । তোমরা রাতে ছিলে, এখন আবার দিনের দিকে যাচ্ছে ।

তোমাদের বোঝানো হয় যে, কতো সময় তোমরা পূজ্য থাকো, আর কতো সময় পূজারী হয়ে যাও । যতক্ষণ না বাবা আসছেন, ততক্ষণ কেউই ভরস্টাচারী থেকে স্পের্স্টাচারী হতে পারবে না । তাদের ভরস্টাচারী বলা হয় - যাদের জন্ম বিকারের দ্বারা হয়, তাই এই দুনিয়াকে নরক বলা হয় । স্বর্গ আর নরক দুইয়েতেই যদি দুঃখ থাকে তাহলে তো তাকে স্বর্গ বলাই যাবে না । যতক্ষণ সম্পূর্ণ জ্ঞান না হবে, ততক্ষণ উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করবে । তোমাদের বোঝাতে হবে যে, ভারত খুব উচ্চ ছিলো । ঈশ্বরের মহিমা যেমন অপরমপার, তেমনই ভারতের মহিমাও অপরমপার । ভারত কি ছিলো, আর একে এমন কে বানালো ? বাবা, যাঁর মহিমা গাওয়া হয় । বাবা এসেই বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক বানান । তিনিই মনুষ্য মাত্রকে দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যান । তিনিই শান্তিধামে নিয়ে যান, যার জন্ম মানুষ পুরুষাথ করে । একে অটল সুখ, অটল শান্তি, অটল পবিত্রতা বলা হয় । ওখানে তোমরা সুখেও থাকো, আবার শান্তিতেও থাকো, আর বাকি আত্মারা শান্তিতে থাকে । তোমরাই সবথেকে বেশী জন্মগ্রহণ করো । বাকি যারা অল্প অল্প জন্মগ্রহণ করে তারা শান্তিধামে অটল শান্তিতে থাকে । তারা মশার সদৃশ্য আসে, এক - আধ জন্ম অভিনয় করে, এ আর কি হলো ? তাদের কোনো দাম নেই । মশার আর কি দাম ? রাতে জন্মায়, আবার রাতেই মারা যায় । এই সময় বেশীরভাগই শান্তি চায়, কেননা এই সময়ের গুরুরা শান্তিতে যাবেন ।

তোমরা এখানে এসেছো - স্বর্গবাসী হওয়ার জন্ম । স্বর্গবাসীদের শান্তিবাসী বলা হবে না । শান্তিবাসী নিরাকারী দুনিয়াকে বলা হয় । মুক্তি অক্ষর গুরুর কাছ থেকে শেখে । মাতারা বরত - নিয়ম রাখে বৈকুণ্ঠপুরীতে যাওয়ার জন্ম । কেউ যদি মারা যায়, তখনো বলে - স্বর্গবাসী হয়েছেন । কেউই হয় না, কিন্তু ভারতবাসী স্বর্গকে মানে । তারা মনে করে - ভারত স্বর্গ ছিলো । শিববাবা ভারতে এসেই স্বর্গের রচনা করেন, তাই তিনি অবশ্যই এখানে এসেই রচনা করবেন । স্বর্গে তো আর আসবেন না । তিনি বলেন - আমি আসি স্বর্গ আর নরকের সজামে । কল্প - কল্পের সজামে আসি । ওরা আবার যুগে - যুগে লিখে দিয়েছে । 'কল্প' শব্দটি ভুলে গেছে । এই খেলাও বানানো আছে, যা আবার রিপিট হবে । এই অন্তিম জন্মে তোমরা বাবাকে আর সৃষ্টিচক্রকে জানো । কিভাবে নম্বর অনুসারে স্থাপনা হয়, তা এখন তোমরা জানো । এই সম্পূর্ণ খেলা তোমাদের ভারতবাসীদের উপরই বানানো আছে । তোমরা এখন বাবার কাছে রাজযোগ শেখো । তোমরা বাবার স্মরণেই এই রাজ্য পাও । চিত্রও তো আছে, তাই না । এই সব চিত্র কে বানিয়েছে । এনার তো কোনো গুরু - গোঁসাই নেই । কোনো গুরু যদি থাকতেন, তাহলে গুরুর তো একজন শিষ্য থাকতাই না । অনেক হতো, তাই না । এই জ্ঞান একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না । অনেকেই জিজ্ঞেস করে, এই চিত্র কি তোমাদের দাদা বানিয়েছে ? এ তো বাবা দিব্যদৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন । তিনি বৈকুণ্ঠেরও সাক্ষাৎকার করিয়েছেন । এখানে স্কুল কিভাবে চলে, ভাষা কি হয়, সব সাক্ষাৎকার করেছেন । বাচ্চারা যখন ভাটিতে থাকতো তখন বাবা তাদের চিত্র বিনোদন করাতেন । করাচিতে কেবল তোমরাই আলাদা ছিলে, যেন নিজেদের রাজত্ব । সবকিছুই তোমাদের, অন্য কেউই তা বুঝতে পারতো না । মনে করতো - এ হলো ভগবানের কোঁচ । বাবা বুঝিয়েছেন যে - তোমরা হলে সন্ধ্যাসিনী । কিছুই না কিন্তু একনম্বর । এক বাবাকে ছাড়া তোমরা আর কাউকেই স্মরণ করবে না । ওরা তো ক্রাইস্টকেই সন্ধ্যাসিনী বলে জানে, তাঁকে ছাড়া কাউকেই

জানে না ।

তোমরা জানো, উত্তরাধিকার এক শিব বাবার থেকেই পাওয়া যায় । শিব বাবা তো হলো বিন্দু । তিনিও তো কারোর দ্বারাই বোঝাবেন, তাই না । প্রজাপিতা বরহমা তো অবশ্যই এখানেই হবেন । বাবা বলেন যে, এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মের পতিত শরীরে আমি প্রবেশ করি । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্নভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে ধারণ করে দেহী অভিমাত্রী হতে হবে । এই হলো পরিশ্রম । এই হলো উচ্চ লক্ষ্য । এই পরিশ্রমেই আত্মাকে সতীকরণ হতে হবে ।

২) জিন হয়ে স্মরণের যাত্রা করতে হবে । মায়া যতই বিঘন আনুক না কেন, মুখে চুম্বিকাঠি দিয়ে দিতে হবে । মায়ার দ্বারা বিচলিত হয়ো না । একের স্মরণে থেকে ঝড়কে দূর করতে হবে ।

বরদানঃ-

অলৌকিক খেলা এবং খেলনার দ্বারা খেলে সদা শক্তিশালী হয়ে অচল - অটল ভব

অলৌকিক জীবনে মায়ার বিঘন আসাও অলৌকিক খেলা, শারীরিক শক্তির জন্ম যেমন খেলানো হয়, তেমনই অলৌকিক যুগে পরিস্থিতিকে খেলনা মনে করে এই অলৌকিক খেলা খেলো । এতে ভয় পেয়ে বা ঘাবড়ে যেও না । সর্ব সঙ্কল্প সহিত নিজেকে বাপদাদার কাছে বলিহারি দিয়ে দাও তাহলে মায়া কখনো আঘাত করতে পারবে না । রোজ অমৃতবেলায় সাক্ষী হয়ে নিজেকে সর্বশক্তির দ্বারা শৃঙ্খার করো, তাহলে অচল - অটল থাকবে ।

স্লেগানঃ-

কোনো সংসার সমাচার শোনা বা শোনানো -- এও নিজের প্রতি আর্জনা জমা করা ।